ভাবানুবাদ

গ্লোবাল কমপ্যাক্ট ফর মাইগ্রেশন
নিরাপদ, শৃংখল এবং নিয়মিত অভিবাসনের উপর বৈশ্বিক চুক্তি

প্রস্তাবনা

১. এই গ্লোবাল কম্প্যাক্টটি মূলত জাতিসংঘ সনদের (উদ্দেশ্য ও মূলনীতি) উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

২. অধিকিন্তু এই চুক্তিটি প্রনয়নের সময় সার্বজনীন মানবাধিকার, নাগরিক ও রাজনৈতিক ঘোষণা বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এই চুক্তির অন্যতম বিষয় হল জাতিসংঘের কনভেনশন অনুযায়ী সংগঠিত ট্রান্সন্যাশনাল অপরাধ এবং এটি রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করার প্রটোকল, দমন নীতি বিশেষ করে নারী ও শিশুদের শাস্তিমূলক পাচার এবং সাগর, ভূমি বা আকাশপথে পাচার রোধ করার প্রটোকল, দাসত্বের অবসান এবং প্রাতিষ্ঠানিক দাস বাণিজ্যের অবসান ঘটানোই হচ্ছে এই চুক্তির মূল লক্ষ্য। এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন, প্যারিস চুক্তি, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন এর এজেন্ডাকে অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন, আদ্দিস আবাবা একশন এজেন্ডা, সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক নগরায়নের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. অভিবাসন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনা কোন নতুন বিষয় নয়। ২০০৬ এবং ২০১৩ সালের অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের আলোচনাসমুহে (UN High Level Dialogue on International Migration) আমরা যথেষ্ঠ অগ্রগতি দেখেছি। এই কম্প্যাক্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য "গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন" সম্মেলনের অবদান ও অর্জনও যথেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য। মূলত এই প্লাটফর্ম গুলিই উদ্বাস্তু ও অভিবাসীদের জন্য নিউইয়র্ক ঘোষণাপত্রের পথ তৈরি করে দিয়েছে যার মাধ্যমে আমরা এটিকে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিরাপদ এবং নিয়মিত অভিবাসনের জন্য একারনেই আমরা দুটি গ্লোবাল কম্প্যাক্ট (উদ্বাস্তু এবং অভিবাসন বিষয়ক) গ্রহণ করেছি। এই কম্প্যাক্ট দুটি নিউইয়র্ক ঘোষনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা প্রদান ও চর্চা নিশ্চিত করার জন্য একই সাথে পরিপূরক আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক কর্ম-কাঠামো হিসাবে কাজ করবে। কারন উদ্বাস্তুরা যে সকল ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন ও বিপদাপন্নতায় পতিত হয় নিউইয়র্ক ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে সে সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪. শরণার্থী এবং অভিবাসীরা উভয়েই সার্বজনীন মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা, সম্মান ও সুরক্ষা পাওয়ার অধিকর রাখে। কিন্তু আমরা কার্যত দেখতে পায় অভিবাসী এবং শরণার্থীরা পৃথক দল হওয়ায় তারা দুটি ভিন্ন আইনি কাঠামো দ্বারা শাসিত হচ্ছে। শুধুমাত্র শরণার্থীদেরকে আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই গ্লোবাল কম্প্যাক্টটি উদ্বাস্তুদের পাশাপাশি আভিবাসীদেরকেও চিহ্নিত করেছে এবং সকল প্রকার অভিবাসীদের জন্যএকটি সহযোগিতামূলক কর্ম-কাঠামো উপস্থাপন করছে।

৫. এই গ্লোবাল কম্প্যাক্টের প্রস্তুতিমূলক অংশ হিশেবে আমরা যে সকল সংলাপ, মূল্যায়ন এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের নিকট প্রতিবেদন পেশ করা "Making Migration Work for All" পর্যন্ত যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি, তার সকল পর্যায়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলি এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের গুরুত্বপূর্ন অবদান স্বীকার করছি।

৬. আমরা মনে করি এই গ্লোবাল কম্প্যাক্টটি বিশ্বব্যাপী অভিবাসন বিষয়ক সংলাপ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিশেবে কাজ করবে। এটি ২০৩০ সাল ব্যাপী জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য এবং আদ্দিস আবাবা একশন এজেন্ডা কৌশলগুলি আত্তিকৃত এমনকি ২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক অভিবাসন ও উন্নয়ন সংলাপে গৃহীত ঘোষনাসমুহের উপরও অবগত। এটা ২০১৭ সালে সাবেক জাতিসংঘ মহাসচিবের আন্তর্জাতিক অভিবাসন ও উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি ও তাদের প্রনয়নকৃত প্রতিবেদনের উপর একটি শ্রেষ্ট কর্মকান্ড।

৭. এই গ্লোবাল কম্প্যাক্টটি মূলতঃ আইনি কাঠামোর বাহিরে একটি সহযোগিতামুলক কর্ম-কাঠামো যেটা মূলতঃ উদ্বাস্তু ও অভিবাসন বিষয়ক "নিউইয়র্ক ঘোষণা" বাস্তবায়নে সদস্য দেশসমুহের প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে। এই কম্প্যাক্টটি অভিবাসন ব্যবস্থপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল গোষ্ঠীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বজায় রাখা বা নিশ্চিত করার বিষয়টি লালন করবে। কারন এটা সত্য যে কোন দেশের পক্ষে একা অভিবাসন সমস্যাকে মোকাবেলা করা সহজ নয়, তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে তাদের দায়বদ্ধতা তুলে ধরবে।

আমাদের দুরদৃষ্টি ও নীতিগত দিক নির্দেশিকা

৮. গ্লোবাল কমপ্যাক্ট আন্তর্জাতিক অভিবাসন বিষয়ে বৈশ্বিক সহযোগিতা জোড়দারকরনে আমাদের সম্মিলিত প্রতিশ্রুতিকে প্রকাশ করে। ইতিহাস থেকে দেখা যায় অভিবাসন মানব জীবনের একটি অংশ এবং আমরা অনুধাবন করছি যে এটি বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অভিবাসন হচ্ছে মানব উন্নয়ন, নতুন আবিষ্কার, টেকসই উন্নয়নের উৎস। এর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় সু-শাসন নিশ্চিত কওে এটাকে আমরা সর্বচ্চো পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি। বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে অধিকাংশ অভিবাসী নিরাপদ আবাস এবং কর্মক্ষেত্রের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিভ্রমন করছে। তথাপি এটা অস্বীকার করা যায় না যে, অভিবাসন আমাদের দেশ, সমাজ এমনকি আমাদের পরিবারকেও আক্রান্ত ও প্রভাবিত করছে অনেক ক্ষেত্রে তা হচ্ছে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে।

৯. এটি একটি গুরুত্বপূর্ন ব্যাপার যে অভিবাসনের চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ আমাদেরকে বিভক্ত করার পরিবর্তে একত্রিত করে। সেক্ষেত্রে গ্লোবাল কম্প্যাক্ট আমাদেরকে বিশেষ করে সদস্য দেশ এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কমন বেঝাপোড়া, দায়ীত্ব ভাগাভাগি এবং অভিবাসন ক্ষেত্রে আমাদেরকে একত্রিত হতে সাহায্য করছে যাতে এটা সকলের জন্য কাজ করে অর্থাৎ উপকারে আসে।

সার্বিক বোঝাপোড়া ও অনুধাবন

১০. গ্লোবাল কমপ্যাক্ট একটি স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক অভূতপূর্ব পর্যালোচনা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রমান ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সমৃদ্ধ করা হয়েছে। অভিবাসন বিষয়ে আমরা আমাদের বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করেছি, বিভিন্ন রকম বক্তব্য শুনেছি এবং আমাদের বাস্তবতাকে ভাগ করে নিয়েছি, আমাদের সাধারণ অনুধাবনকে সমৃদ্ধিশীল ও সুগঠিত করেছি। আমরা শিখেছি যে বিশ্বায়নের পৃথিবীতে অভিবাসন একটি বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ঠ্য যা সকল অঞ্চলের সব সমাজের মধ্যে উৎস, স্থানান্তর ও গন্তব্যস্থলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। আমরা স্বীকার করি যে অভিবাসন বিশ্লেষণ করার জন্য এবং আমাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত আর্ন্তজাতিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে, যা পারস্পরিক সমঝোতা কর্মকৌশলকে উন্নত করবে এবং সকলের জন্য টেকসই উন্নয়নের পথকে উন্মুক্ত করবে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে সঠিক, সম্ভাব্য ও যোগ্য অভিবাসীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং অনিয়মিত অভিবাসনের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন। অভিবাসন সম্পর্কে আমাদের নাগরিকদের অভিবাসন সম্পর্কে বিদ্যমান উদ্দেশ্য, চ্যালেঞ্জ ও সুবিধাসমুহের উপর প্রমান ভিত্তিক ও সুস্পষ্ট তথ্য প্রদান করতে হবে এবং অভিবাসীদের সম্পর্কে নেতিবাচক অনুভূতির জন্ম দেয় এমন তথ্য প্রদান হতে বিরত থাকতে হবে।

অংশীদারিত্বমূলক দায়ীত্ব

১১. এই বৈশ্বিক চুক্তিটি আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে এবং এর ব্যবস্থাপনা ও সর্বচ্চো সুবিধা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক ও বহুমূখী ব্যবস্থাপনা কৌশলের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করে। এটি যেকোনো সম্প্রদায়ের এবং ব্যাক্তির ক্ষেত্রে তার উৎস, স্থানান্তর ও সম্বাব্য গন্তব্যের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়টি খেয়াল রেখে কি ধরনের ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে সে ব্যাপারে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। কোন দেশের পক্ষেই বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে কোন চ্যালেঞ্জ বা সুযোগ কোনটাই একা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। আবার কোন দেশের পক্ষেই ন্যায্য অধিকার গুলিও একা আদায় করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে একটি ব্যাপক ও বহুমূখী ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা নিরাপদ, সু-শৃংখল এবং নিয়মিত অভিবাসনের বিষয়টিকে সহায়তা করতে পারি যেখানে অনিয়মতি অভিবাসনের নেতিবাচক সমস্যাসমুহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিশেষ করে গ্লোবাল কমপ্যাক্ট-এ গৃহীত ব্যবস্থাদি গ্রহন করা, বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিয়ে আনা সম্ভব। আমরা সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক দায়ীত্বকে স্বীকার করছি একে অপরের চাহিদা এবং অভিবাসন বিষয়ে তাদের উদ্বেগসমুহ নিয়ে সচেতন। তথাপি অভিবাসীদের শ্রদ্ধা, মানবাধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক উন্নতি বিধানে আমাদরে বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

১২. গ্লোবাল কম্প্যাক্ট এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অভিবাসীদের নিজ দেশে টেকসই জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরনের ক্ষেত্রে যে সকল কাঠামোগত সমস্যা এবং তার নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে সেগুলো নিরসন করা এবং ভবিষ্যতেও সে যেন জীবিকার জন্য অন্যত্র অভিগামী না হয় সে কৌশল নিশ্চিত করা। এর আরও একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে অভিবাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সব ঝুঁকি বিশেষ করে তাদের মানবাধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সম্ভাব্য ঝুঁকিসমুহ হ্রাস করা। এটা সংশ্লিষ্ট সমাজরে আইনগত বিষয়সমুহ বোঝার চেষ্টা করে কারন এ পর্যায়ে একটি সমাজ অভিবাসীদের কারনে সৃষ্ট এক ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের মধ্যে পতিত হয়। এটি এমন একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করবে যেটি সকল অভিবাসীর মানবিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে সাথে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

উদ্দেশ্য অর্জনে ঐক্যমত

১৩. এই বৈশ্বিক চুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ, শৃংখল ও নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে যদি এটি চুক্তিটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট স্টকহল্ডারগন পুর্ন অবগত, সুপরিকল্পিত এবং সহযোগিতা ও সহানুভূতির সাথে সম্পাদিত হয়। অভিবাসন প্রক্রিয়াটি যেন কখনোই জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে ব্যবহার না হয়। যদি এরকমটি ঘটার আশংকা থাকে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই বিপদাপন্ন অভিবাসীদেও চাহিদা পূরনে সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে। দেশের প্রতেকটি সমাজ ও ব্যক্তি যেন তাদের নিজেদের দেশে নিরাপদ থাকে ও তাদের মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে এমন একটি পরিবেশ তৈরী করতে হবে এবং সেজন্য আমাদেরকে একসাথে কাজ করতে হবে এবং অভিবাসীদের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন অবস্থা থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে। সমাজের পূর্ণ সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য অভিবাসীদেরকে ক্ষমতায়ন করতে হবে এবং তাদের ইতিবাচক অবদানকে সামাজিক অন্তভূর্ক্তি ও সংহতির মাধ্যমে সামনে তুলে ধরতে হবে। রাষ্ট্র, সমাজ এবং অভিবাসীদের জন্য আমাদের ভবিষ্যত প্রত্যাশা নিশ্চয়তার ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে। এটা করার জন্যই আমরা নিরাপদ, শৃংখল এবং নিয়মিত অভিবাসনকে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১৪. চুক্তির সাথে সম্পর্কিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পূরণ ও অর্জন করার জন্য রাষ্ট্র গুলির মাঝে পারস্পরিক বিশ্বাস, সংকল্প ও সংহতি আদায় করতে হবে। আমরা অবশ্যই একটি "কমন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য ()" অর্জন করার চতেনা ও লক্ষ্য নিয়ে সহযোগিতা করতে সবাই একত্রিত এবং এর মধ্য দিয়ে একটি উদ্ভাবনি সমাধান ও দায়ীত্ব ভাগ কওে নেওয়ার মধ্য দিয়ে সকল প্রকার অভিবাসীদের সমস্যা ও সুযোগসমূহকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

আমরা এমন একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিতে চাই যেখানে নিরাপদ, শৃংখল এবং নিয়মিত অভিবাসন একটি মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে কিন্তু আমাদের কার্যক্রম এখানেই শেষ নয়। আমরা একটি পর্যায়ক্রমিক এবং কার্যকরী অগ্রগতির মাধ্যমে জাতিসংঘের মাধ্যমে বহুপাক্ষিক সংলাপ চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাথে সাথে আভিবাসন প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়নের উপর কার্যকর ফলোআপ, পর্যালোচনা এবং প্রতিবেদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে যো কিনা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য করা এই বৈশ্বিক কম্প্যাক্ট এর প্রতিটি কথা প্রকৃত অর্থেই এক একটি কাজে রূপান্তরিত হবে।

১৫. আমরা একমত যে, বৈশ্বিক চুক্তিটির সাথে পরস্পর নির্ভরশীল অনেকগুলি বিষয় জড়িত

জন-কেন্দ্রিকঃ গ্লোবাল কম্প্যাক্ট চুক্তিটি অভিবাসন বিষয়ক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নিজেই একটি সহজাত এবং বহুমূখী মানবিক বিষয়সমুহকে ধারন করে। এটা বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল, দেশ এবং সমাজ এমনকি তাদের উৎস ও গন্তব্যস্থল সকল ক্ষেত্রেই অভিবাসীদের কল্যান সাধনের বিষয়টিকে প্রনোদনা ও উৎসাহ দিয়ে থাকে। ফলে এটা দেখা যায় যে, অভিবাসন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রেই গ্লোবাল কম্প্যাক্ট ব্যক্তিকেই প্রধান্য দিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সহায়তাঃ গ্লোবাল কম্প্যাক্ট চুক্তিটি হচ্ছে আইনি কাঠামোর বাইরে একটি পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কর্ম-কাঠামো। এখানে বলা হয়েছে যে, কোন রাষ্ট তার একার পক্ষে অভিবাসন সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়, কারন প্রত্যেকটি দেশেরই তাদের নিজস্ব প্রেক্ষাপটে কিছু সাধারন সমস্যা রয়েছে। এ ধরনের সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক, দ্বি-পাক্ষিক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং সংলাপের প্রয়োজন রয়েছে। গ্লোবাল কম্প্যাক্ট সেক্ষেত্রে ঐক্যমতের ধারা, পারস্পরিক যোগ্যতা, সম্মিলিত মালিকানা, যৌথ বাস্তবায়ন, ফলো-আপ এবং পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

জাতীয় সার্বভৌমত্বঃ গ্লোবাল কম্প্যাক্ট চুক্তিটি প্রতেকটি রাষ্ট্র তার নিজস্ব ভুখন্ডের জন্য আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় অভিবাসন নীতি কি হতে পারে তা নির্ধারন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাবভৌম অধিকারকে স্বীকার করে। গ্লোবাল কম্প্যাক্ট চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র তার নিজস্ব ভুখন্ডে নিয়মিত এবং অনিয়মিত অভিবাসীদের পাথ্যর্ক করতে পারে এবং সে অনুসারে আইনী কাঠামো নির্ধারন ও নীতি ব্যবস্থাসমুহ করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের বাস্তব প্রেক্ষাপট, নীতিমালা, প্রবেশ ও বাসস্থান, অগ্রাধিকার ও প্রয়োজন এবং কর্মের সুযোগ ইত্যাদি বিষয়গুলিতে নজর দেওয়া জরুরী।

সঠিক প্রক্রিয়া ও আইনের শাসনঃ চুক্তিটি আইনের শাসনের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধশীল। সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরন এবং বিচার প্রক্রিয়ায় অভিবাসীদের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরনই হচ্ছে অভিবাসন সু-শাসনের মৌলিক বিষয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রাষ্ট্র, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এমনকি ব্যক্তিকেও আইনের আলোকে জবাবদিহিতা করতে হয়। যার ফলে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয় এবং আন্তর্জাতিক আইনের সাথেও এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

টেকসই উন্নয়নঃ গ্লোবাল কম্প্যাক্ট চুক্তিটি ২০৩০ সালের জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ণ লক্ষ্য দ্বারা তাড়িত এবং এটা প্রনয়ন করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, অভিবাসন হচ্ছে বহুমূখী বাস্তবতা এবং প্রতেকটি দেশের ক্ষেত্রেই এটা তাদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের সাথে বেশ সম্পর্ক রয়েছে এবং তা অর্জন করতে হলে প্রয়োজন ব্যাপক ও সমন্বিত কর্মসুচি। অভিবাসীরা একটি দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে এবং এটা সম্ভব হবে যদি সংশ্লিষ্ট দেশে অভিবাসন বিষয়ক সু-শাসন নিশ্চিত করা যায়।

গ্লোবাল কম্প্যাক্ট চুক্তি এক্ষেত্রে যোগ্য অভিবাসীদের সহায়তা করতে পারে যাতে সংশ্লিষ্ট দেশে তাদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে এবং তার ইতিবাচক প্রভাবসমুহও অভিবাসীদের জন্য ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

মানবাধিকারঃ গ্লোবাল কম্প্যাক্ট আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং এটা অবদমন ও বৈষম্য নিরসন নীতির ধারণ এবং উর্ধ্বে তুলে ধরে। গ্লোবাল কম্প্যাক্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভিবাসন চক্রের সব পর্যায়ে আমরা সবধরনের অভিবাসীদের মানবাধিকার কার্যকর, সম্মান, সুরক্ষা এবং তাদের চাহিদাসমুহের পূর্ণতা নিশ্চিত করি। আমরা জাতিগত বৈষম্য এবং তাদের পরিবারগুলির বিরুদ্ধে বর্ণবাদ, বিদেশীদের সম্পর্কে ভয় এবং অসহিষ্ণুতা সহ সকল বৈষম্যের অবসান করার অঙ্গীকার পুর্নব্যক্ত করি।

জেন্ডার রেসপনসিভঃ গ্লোবাল কম্প্যাক্ট অভিবাসনের সকল পর্যায়ে নারী, পুরুষ, মেয়ে এবং ছেলেদের মানবাধিকার নিশ্চিত করে। এটা তাদের নির্দিষ্ট চাহিদাগুলি সঠিকভাবে বোঝা এবং সমাধান করা এবং পরিবর্তনের এজেন্ট হিসাবে তাদের ক্ষমতায়ন করা । গ্লোবাল কম্প্যাক্ট চুক্তিটি জেন্ডারকে মূলধারার যুক্ত করে বিশেষ করে নারী-পুরুষ সমতা, সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং অভিবাসী নারীদেরকে ক্ষতিগ্রস্থের দৃষ্টি হতে সরানোর জন্য তাদের স্বাধীনতা, সংস্থা এবং নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দেয়।

শিশু-সংবেদনশীলঃ গ্লোবাল কম্প্যাক্ট শিশু অধিকার সম্পর্কিত বিদ্যমান আন্তর্জাতিক আইনি বাধ্যবাধকতা প্রচার করে এবং সর্বদা শিশুদের স্বার্থ সম্পর্কিত সর্বোত্তম নীতিকে সমর্থন করে। শিশুদের সম্পর্কিত সকল পরিস্থিতিতে প্রাথমিক বিবেচনার ভিত্তিতে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের নীতিকে সমর্থন করে যার মধ্যে রয়েছে অসম্পূর্ণ এবং পৃথক শিশু।

সরকারের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিঃ গ্লোবাল কম্প্যাক্ট বিবেচনা করে যে অভিবাসন একটি বহুমাত্রিক বাস্তবতা যা একমাত্র সরকারী নীতি খাত দ্বারা সমাধান করা যায় না। কার্যকরী অভিবাসন নীতি ও অনুশীলনগুলি বিকাশ ও বাস্তবায়ন করার জন্য, সমস্ত সেক্টর এবং সরকারী পর্যায়ের অনুভূমিক এবং উলম্ব নীতিগত সমন্বয় নিশ্চিত করার জন্য সরকারের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিঃ গ্লোবাল কম্প্যাক্ট সকল অভিবাসীদের কথা মাথায় রেখে অভিবাসনের সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রবাসী, স্থানীয় সম্প্রদায়, নাগরিক সমাজ, প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত, সংসদ সদস্য, ট্রেড ইউনিয়ন, জাতীয় মানবাধিকার সংস্থা, প্রচার মাধ্যম এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৃহত্তর মাল্টিস্টেকহোল্ডার পার্টনারশীপের সুচনা করে।

আমাদের সহযোগিতামূলক কর্ম-কাঠামো

১৬. উদ্বাস্তু ও অভিবাসন বিষয়ক "নিউইয়র্ক ঘোষণা" আমরা সদস্য দেশসমুহ কর্তৃক রাজনৈতিক ঘোষণা হিসাবে গ্রহন করছি এবং এতদ্ববিষয়ে উক্ত ঘোষণা বাস্তবায়নে আমাদের প্রতিশ্রুতিও ঘোষণা দিচ্ছি। ২৩টি উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এই কর্ম-কাঠামোটি প্রনয়ন করেছি যার মধ্যে এর বাস্তবায়ন এবং ফলো-আপ এবং পর্যালোচনাও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রতিটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কর্মসুচি, এ সম্পর্কিত নীতিগত টুলস এবং ভাল কিছু অনুশীলনও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ২৩টি উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমে নিরাপদ, শৃংখল এবং নিয়মিত অভিবাসনের জন্য আমরা আমাদের কর্মসুচিসমুহ চিহ্নিত ও বাস্তবায়ন করব।

নিরাপদ, শৃংখল এবং নিয়মিত অভিবাসনের উদ্দেশ্য সমূহ

১. প্রমান-ভিত্তিক ও বাস্তব সম্মত নীতিমালার জন্য সঠিক ও অসংকলিত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা।
২. যে সকল বৈরি কারণ ও অবকাঠামোগত বিষয় অভিবাসিত হতে বাধ্য করে সেগুলি কমিয়ে আনা।
৩. অভিবাসনের প্রত্যেকটি পর্যায়ের সঠিক তথ্য সময়মত প্রেরণ করা।
৪. অভিবাসীদের সকল আইনি তথ্য প্রমনাদি ও পরিচয় প্রদানের তথ্য নিশ্চিত করতে হবে।
৫. নিয়মিত অভিবাসনের পথের পরিবেশ উন্নয়ন করা।
৬. উপযুক্ত কাজ করার জন্য নৈতিক ও নিরাপত্তার বিষয়গুলি নিশ্চিত করা।
৭. অভিবাসনের প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করণ ও কমান।
৮. নিখোজ অভিবাসীদের জীবন রক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে প্রচেষ্টা করা।
৯. অভিবাসীদের চোরাচালান প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেষ্ট হওয়া।
১০. আর্ন্তজাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে যুদ্ধ বন্ধ ও মানব পাচার নিরশন করা।
১১. সমন্বিত, নিরাপদ ও সমঝোতার মাধ্যমে দেশের সীমানা পরিচালনা করা।
১২. যথাযথ যাচাই বাছাই, মূল্যায়ন এবং রেফারালের জন্য অভিবাসনের সম্ভব্যতা এবং ভবিষ্যত বাণী সঠিকভাবে নির্ধারণ করা।

১৩. শেষ উপায় হল অভিবাসীদের বন্ধী হিসাবে আটক করা এবং বিকল্প কিছুর ব্যবস্থ্যা করা।

১৪. অভিবাসন চক্রে সুরক্ষা, সহয়তা ও সহযোগীতা বৃদ্ধি করা।

১৫. অভিবাসীদের মৌলিক সেবা সমূহে প্রবেশ্যতা প্রদান করা।

১৬. সামাজিক সংহতি ও সমাজে পূর্ন অর্ন্তভূক্তি উপলব্ধি করতে অভিবাসী ও সমাজকে ক্ষমতায়িত করা ।

১৭. অভিবাসীদের সুরক্ষার জন্য সকল ধরণের বৈষম্য দুর করতে হবে এবং প্রমান ভিত্তিক বক্তব্য প্রচার করতে হবে।

১৮. দক্ষতা উন্নয়নে বিনয়োগ করা এবং পারস্পরিক দক্ষতা, যোগ্যতা ও উপযোগীতা উন্নয়ন সহজতর করা।

১৯. সব দেশের অভিবাসীদের জন্য টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

২০. অভিবাসীদের অর্থনৈতিক কাজে অর্ন্তভূক্তি করা এবং দ্রুত, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী অর্থ পাঠানোর ব্যবস্থা করা ।

২১. নিরাপদ ও মর্যাদার সহিত প্রত্যাবর্তনে সহয়তা করা এবং স্বস্থানে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

২২. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার ও অর্জিত সুযোগ সুবিধা ভোগের কৌশল উদ্ভাবন করা।

২৩. নিরাপদ, সুবিন্যস্ত এবং নিয়মিত অভিবাসনের জন্য অন্তর্জাতিক সহযোগীতা এবং বৈশ্বিক অংশিদারত্ব শক্তিশালীকরণ।

উদ্দেশ্য-০১ নীতি নির্ধারনের ভিত্তি হিসাবে সঠিক ও সামগ্রিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবহার করা

ক. ইউনাইটেড ন্যাশনস স্টাটস্টিকাল কমিশনের নির্দেশনানুযায়ী স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ সুসংবদ্ধত করা এবং অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষন ও বন্টন পদ্ধতি শক্তিশালী করা।পাশাপাশি অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্যের উন্নয়নসাধনের জন্য সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে একটি বিস্তারিত কৌশল প্রণয়ন করা ও বাস্তবায়নের দিকে নজর দেওয়া।

খ. ২০৩০ এর মধ্যে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিবাসনের প্রভাব ও উপকারিতা বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করা এবং টেকসই উন্নয়নে অভিবাসীদের ভুমিকা বিশ্লেষন করা।

গ. অভিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য খানা, পেশা ও অন্যান্য জরিপ পরিচালনা করা অথবা বিদ্যমান জরিপের সাথে আদর্শ অভিবাসন মডিউল যোগ করা । স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সংগৃহীত উপাত্তের তুলনা করা । এইসব উপাত্ত সাধারন জনগনের জন্য সহজলভ্য করার ব্যবস্থা করা হবে।

উদ্দেশ্য-০২ যে সকল কাঠামোগত সমস্যা ও এর নেতিবাচক কারনে অভিবাসিত হতে বাধ্য করে সেগুলি কমিয়ে আনা

ক. টেকসই উন্নয়ন ২০৩০ বাস্তবায়নসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, আদ্দিস আবাবা একশন এজেন্ডা, প্যারিস চুক্তি এবং দুর্যোগ ঝুকি প্রশমন ২০১৫-২০৩০ এর ফ্রেমওয়ার্ক দ্রুত বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।

খ. উদ্যোক্তা তৈরি, শিক্ষা, মানব সম্পদ উন্নয়নে বৃত্তিমুলক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। শ্রমিক সংগঠন ও বেসরকারী সংগঠনের সহায়তায় এই বিনিয়োগ হবে।এই বিনিয়োগ আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে মিল রেখে হবে এবং এটি উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে যা দেশে যুব-বেকারত্বের হার কমিয়ে আনবে, মেধা পাচার প্রতিরোধ করবে পাশাপাশি মেধা তৈরিতে সহায়তা করবে।

গ. জাতীয় জরুরী প্রস্তুতি ও সহয়তার সময় অভিবাসীদের জন্য একাউন্ট খোলাসহ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহন ও নীতিমালা প্রনয়ন যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দেশের অভিবাসীদের রক্ষার্থে নির্দেশনাবলী প্রণয়ন করা।

উদ্দেশ্য-০৩ অভিবাসনের প্রত্যেকটি পর্যায়ের সঠিক তথ্য সময়মত প্রেরণ করা

ক. নিয়মিত অভিবাসনের তথ্যগুলো যেমন দেশের নির্দিষ্ট অভিবাসন আইন এবং নীতিমালা, ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, আবেদনপত্রের আনুষ্ঠানিকতা, ফি, চাকুরির অনুমতিপত্র, পেশাদারী যোগ্যতা, মূল্যায়ন, সমতা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ, জীবনযাত্রার খরচ প্রভৃতি শর্তাদী অনুধাবনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সার্বজনীন প্রবেশযোগ্য জাতীয় ওয়েবসাইট চালু করা।

খ. ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা ও সুরক্ষা, জয়েন্ট ডাটাবেজ, অনলাইন প্লাটফর্ম, অন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যোগযোগের নেটওয়ার্ক এবং অভিবাসন সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় করার জন্য নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক অঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগীতা এবং সংলাপের ব্যাবস্থা করা।

গ. অভিবাসী নারী ও শিশুদের অভিবাসনের পথে অভিবাসনের তথ্য প্রদানের জন্য শিশু ও নারী সংবেদনশীল, উন্মুক্ত ও অভিগম্য তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা যা দেশের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা, সুরক্ষা, নিয়মিত অভিবাসনের পথ ও ফেরার সম্ভব্যতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে।

উদ্দেশ্য-০৪ অভিবাসীদের সকল আইনি তথ্য প্রমানাদি ও পরিচয় প্রদানের তথ্য নিশ্চিত করতে হবে।

ক. অন্যদেশে বসবাসরত অনিবন্ধিত নাগরিকদের বেসামরিক নিবন্ধন ব্যবস্থ্যা, প্রাসঙ্গিক পরিচয়, নাগরিক নিবন্ধন সনদ, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও গোপনীয়তা ও ব্যক্তিগত তথ্য রক্ষার অধিকার প্রদানের মাধ্যমে তাদের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী হওয়া এবং সেজন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করা।

খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি দূরবর্তী দূর্গম এলাকায় প্রচারের মাধ্যমে অন্য দেশে বসবাসকারী আমাদের নাগরিকদের পরিচয় এবং ভ্রমন সংকান্ত নথিপত্র সহজলভ্যতা সময়মত নিশ্চিত করা।

গ. অভিবাসন চক্রজুড়ে বিদ্যমান জেন্ডার প্রতিক্রিয়াশীল ও বয়স সংবেদনশীল ঝুঁকিগুলি নিরশনে ব্যক্তিগত নথিপত্র যেমন পাসপোর্ট ও ভিসা সহজলভ্য করা এবং ঐসকল নথিপত্র পেতে বৈষম্যহীন ভাবে প্রাসঙ্গিক নিয়মকানুন ও বৈশিষ্ট সমূহ অনুসরণ করা।

উদ্দেশ্য-০৫ নিয়মিত অভিবাসনের পরিবেশ উন্নয়ন করা

ক. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও শ্রম আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আইএলও মান, নির্দেশিকা ও নীতিমালা অনুযায়ী মানবাধিকার ভিত্তিক ও জেন্ডার প্রতিক্রিয়াশীল দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং বহুপাক্ষিক শ্রম গতিশীলতা ভিত্তিক চুক্তিগুলি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা।

খ. নিয়মিত অভিবাসনের জন্য বেসরকারী খাত এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শক্রমে শ্রমবাজারের চাহিদা মেটাতে, ভৌগলিক বাস্তবতা ও সম্ভব্যতা মাথায় রেখে স্থানীয় এবং জাতীয় শ্রম বাজারের চাহিদা ও দক্ষতা অনুযায়ী বিদ্যমান বিকল্প পথগুলি পর্যালোচনা এবং সংশোধন করা।

গ. স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ঠ স্টেকহোল্ডারদের সহয়তায় জাতীয় অর্থনীতির দক্ষতা উন্নয়ন করা, বিশেষ করে শ্রম বাজারে নিয়মিত চুক্তিমূলক শ্রমিক সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় শ্রম বাজারের বিশ্লেষণে, দক্ষতা দুর্বলতা সনাক্তকরণ, প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রোফাইলগুলি সংজ্ঞায়িত করা এবং শ্রম অভিবাসন নীতির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা, বেসরকারী খাতের এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন দ্বারা।

উদ্দেশ্য-০৬ উপযুক্ত কাজ করার জন্য নৈতিক ও নিরাপত্তার বিষয়গুলি নিশ্চিত করা

ক. আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন, শ্রম অধিকার, ভালকাজ এবং জোরপূর্বক শ্রম সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক দলিলাদিতে স্বাক্ষর, বাস্তবায়ন, অনুমোদন এবং প্রচার করতে হবে।

খ. বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয়, উপ-অঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্মের নেটওয়ার্ক তৈরি করা যা প্রতিবন্ধকতাগুলো অতিক্রম করেছে এবং অভিজ্ঞতাগুলি ভাগাভাগির মাধ্যমে আন্তসম্পর্কীয় সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি করে শ্রম গতিশীলতার সর্বোত্তম চর্চাগুলি চিহ্নিত করেছে এবং অভিবাসী গৃহকর্মী সহ সকল পেশার অভিবাসী শ্রমিকদের পূর্ন মানবাধিকার ও শ্রম মর্যাদা প্রদান করে।

গ. অভিবাসী শ্রমিকদের সহিত লিখিত চুক্তির মাধ্যমে তাদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সচেতনতা তৈরি করা এবং তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগকর্তা, অভিবাসী শ্রমিক সংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়ন সহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সহিত পার্টনারশীপ গড়ে তোলা। আন্তর্জাতিক গন্তব্যস্থলে তাদের নিয়োগ এবং চাকরির সাথে সম্পর্কিত নিয়মনীতি, বাধ্যবাধকতাসমূহ, অধিকার এবং পাশাপাশি তাদের অভিযোগ এবং প্রতিকারের উপায় তাদের ভাষায় তাদেরকে বুঝাতে হবে।

উদ্দেশ্য-০৭ অভিবাসনের প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করণ ও কমান।

ক. ব্যাপক নীতিমালা প্রতিষ্ঠা এবং অংশীদারিত্ব বিকাশের লক্ষ্যে ঝুঁকির মধ্যে থাকা বিশেষত ঝুঁকিতে থাকা মহিলা, শিশু বিশেষ করে যারা তাদের পরিবার হতে পৃথক, জাতিগত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সদস্য, সহিংসতার শিকার যৌন এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, শোষণ ও অপব্যবহারের মুখোমুখি শ্রমিক, গৃহকর্মী, পাচারের শিকার অভিবাসীদের সনাক্ত করণ এবং সহয়তার মাধ্যমে অবিবাসীদের অভিবাসনের প্রতিটি স্তরে প্রয়োজনীয় সহয়তা প্রদানের সাথে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

খ. স্বাস্থ্যসেবা, মানসিক এবং অন্যান্য পরামর্শ সেবার পাশাপাশি ন্যায়বিচার প্রাপ্তি এবং কার্যকর প্রতিকার বিশেষত যৌন হয়রানি এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা, অপব্যবহার এবং শোষণকে অন্তর্ভুক্ত করে অভিবাসী নারী, মেয়ে এবং ছেলেদের দুর্বলতা এবং বিশেষ চাহিদার মোকাবেলা করার জন্য লিঙ্গ-প্রতিক্রিয়াশীল অভিবাসন নীতিমালা গ্রহন করা।

গ. প্রচলিত স্টেকহোল্ডার বিশেষ করে প্রাইভেট সেক্টরের সহযোগিতায় বিদ্যমান শ্রম আইন এবং কাজের শর্তাবলী পর্যালোচনা করে কর্মস্থল সম্পর্কিত দুর্বলতা এবং সকল পর্যায়ে অভিবাসী ও দেশীয় কর্মী এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে কাজ করা কর্মীদের প্রতি অপব্যবহার সনাক্ত ও কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা ।

উদ্দেশ্য-০৮ নিখোজ অভিবাসীদের জীবন রক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে প্রচেষ্টা করা

ক. অভিবাসন সম্পর্কিত নীতি এবং আইনগুলির প্রভাব পর্যালোচনা এবং অভিবাসীদের ব্যবহৃত বিপদজনক পথসমূহ চিহ্নিত করা। অন্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করে প্রাসঙ্গিক ঝুঁকি খুঁজে বের করা এবং এই পরিস্থিতিতে অভিবাসী শিশু বিশেষ করে এতিম শিশুদের প্রতি বিশেষ গুরত্ব দিয়ে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এটা নিশ্চিত করতে হবে যে এই নীতি এবং আইনগুলি অভিবাসীদের নিখোঁজ হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করে না।

খ. গন্তব্যস্থলে এবং তাদের আটকস্থানে যোগাযোগ মাধ্যমগুলির সুবিধা দিতে হবে যেন অভিবাসীরা অতিদ্রুত তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং তারা যে এখনও জীবিত এই তথ্য তাদের পরিবারের কাছে পৌছাতে পারে। পাশাপাশি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ক্যাউনসিলার মিশন এবং অন্যান্য সংগঠনগুলিও অভিবাসীদেরকে তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে সহযোগিতা করতে পারে বিশেষ করে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অভিবাসী শিশুর পাশাপাশি কিশোর কিশোরীদেরকেও।

গ. মৃতদেহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাস করতে হবে এবং কবর দেবার পরে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ফরেনসিক স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তার চিহ্ন রাখতে হবে এবং কবর সনাক্তকরণ ও পরিবারের কাছে তথ্য সরবরাহের সুবিধার জন্য বহুজাতিক স্তরে সমন্বয় চ্যানেল স্থাপন করতে হবে।

উদ্দেশ্য-০৯ অভিবাসীদের চোরাচালান প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেষ্ট হওয়া।

ক. চোরাচালান রুটগুলি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্য, নেটওয়ার্কগুলির আর্থিক লেনদেন এবং চোরাচালনকারী অভিবাসীদের দুর্বলতা এবং অন্যান্য তথ্য চোরাচালান, নেটওয়ার্ক ভাঙার জন্য বহুজাতিক, আঞ্চলিক ও দ্বিপক্ষীয় প্রক্রিয়া ব্যবহার করা।

খ. আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, চোরাকারবারীদের দায়মুক্তি এবং অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন রোধ করার লক্ষ্যে অভিবাসীদের চোরাচালান প্রতিরোধ ও পাল্টাবার জন্য ক্রস-সীমান্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং গোয়েন্দা সহযোগিতা সহজতর করার জন্য মাইগ্রেশন রুটগুলির মধ্যে জেন্ডার-প্রতিক্রিয়াশীল এবং শিশু-সংবেদনশীল সহযোগিতার খসড়া প্রণয়ন করা যা চোরাচালানকারী অভিবাসীদের যথাযথভাবে সনাক্ত করার জন্য ধাপে ধাপে পদক্ষেপের রূপরেখা দেয়।

গ. অভিবাসীদের চোরাচালান এবং পাচারের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য প্রাসঙ্গিক নীতি ও পদ্ধতিগুলির পর্যালোচনা ও সংশোধন করা কারন চোরাচালানকারী অভিবাসীরাও পাচারের শিকার হতে পারে এবং এই পৃথক অপরাধের স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়া প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা এবং সহায়তা প্রদান।

উদ্দেশ্য-১০ আর্ন্তজাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে যুদ্ধ বন্ধ ও মানব পাচার নিরশন করতে হবে

ক. মানব পাচার বন্ধ করতে গ্লোবাল প্লান অব অ্যাকশন বাস্তবায়ন করতে মানব পাচার রোধে ইউএসওডিসি এর মুপারিশমালা গ্রহন করতে হবে এবং জাতীয় এবং আঞ্চলিক নীতিমালা বাস্তবায়নের সময় ইউএসওডিসি এর অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথিপত্র অনুসরণ করতে হবে।

খ. মানব পাচারের আইনগত সংজ্ঞা, অভিবাসন নীতি এবং পরিকল্পনা ব্যবহার করা হয়েছে তার ভিত্তিতে অপরাধীদের মানব পাচার এবং অভিবাসী চোরাচালানের জন্য আইনানুগ বিচারিক আদালতে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিচারকার্য নিশ্চিত করতে হবে।

গ. জাতীয় এবং স্থানীয় তথ্য ব্যবস্থা তৈরি করা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করা যা নাগরিক, সরকারী কর্মকর্তা ও আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদেরকে সচেতন এবং শিক্ষিত কওে তোলে এবং দেশের ভেতরে মানব পাচার, জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শিশু শ্রমের লক্ষ্যণগুলি বুঝতে সহয়তা করে।

উদ্দেশ্য-১১ সমন্বিত, নিরাপদ ও সমঝোতার মাধ্যমে দেশের সীমানা পরিচালনা করতে হবে

ক. দেশের ট্রানজিট পরিস্থিতি বিবেচনা করে মানবাধিকার আইনের সঙ্গে সামাঞ্জস্য রেখে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং ক্রস-আঞ্চলিক সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সীমান্তে বা সীমান্তের কাছাকাছি অভিবাসীদের যথাযথ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। এজন্য সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে, যৌথ ক্রসবার্ডার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

খ. সীমান্ত ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে সামর্থবান দেশ গুলির সাথে কারিগরি সহয়তার চুক্তি সম্পাদন করা যার মাধ্যমে বিশেষ করে অনুসন্ধান ও উদ্ধারের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে সম্পদ, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সহায়তা পাওয়া যায়।

গ. প্রচলিত আইন গুলি অবস্থানকারীদের জন্য উপযুক্ত কিনা এবং তা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যথাযথ, ন্যায়সঙ্গত, অ-বৈষম্যমূলক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে কিনা তা পর্যালোচনা করা।

উদ্দেশ্য-১২ যথাযথ যাচাই বাছাই, মূল্যায়ন এবং রেফারালের জন্য অভিবাসনের সম্ভব্যতা এবং ভবিষ্যৎ বাণী সঠিকভাবে নির্ধারণ করা

ক. নাগরিক এবং অভিবাসীদের জন্য অপ্রোজনীয় খরচ এবং বিলম্ব এড়াতে আবেদনের পদ্ধতি যেমন প্রবেশপত্র, ভর্তি, থাকা, কাজ, গবেষণা বা অন্যান্য কার্যক্রম গুলি সহজতর করার জন্য প্রযুক্তিগত সহয়তায় অভিবাসন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা।

খ. স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সুশীল সমাজের সাথে সমন্বয় সাধন করে মানসম্মত নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রথম আগমনের স্থানগুলিতে জেন্ডার-প্রতিক্রিয়াশীল এবং শিশু-সংবেদনশীল রেফারেল প্রক্রিয়াগুলি প্রতিষ্ঠা করা।

গ. অভিবাসী শিশুদের ট্রানজিট এবং গন্তব্য দেশে আগমনের স্থানগুলি অবিলম্বে চিহ্নিত করা এবং নিঃসঙ্গ এবং অসহায় শিশুদের দ্রুততার সহিত শিশু সুরক্ষা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হস্থান্তর করা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিষেবাগুলির সাথে সাথে একজন উপযুক্ত এবং নিরপেক্ষ আইনি অভিভাবক নিয়োগ করা এবং সেই পরিবারের ঐক্য রক্ষা করা।

উদ্দেশ্য-১৩ শেষ উপায় হিসাবে অভিবাসীদের বন্ধী হিসাবে আটক করা এবং বিকল্প কিছুর ব্যবস্থ্যা করা

ক. স্বাধীন নিরীক্ষণের উন্নতির জন্য অভিবাসী আটকের ক্ষেত্রে মানবাধিকার মেনে চলা এবং রাষ্ট্র এটা নিশ্চিত করবে যে কোন মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটবে না এবং আটক করার বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে বিশেষ করে পরিবারের এবং শিশুদের বন্ধী না করা এবং সমাজ ভিত্তিক সেবার ব্যবস্থা করা ।

খ. পরিবহন এবং গন্তব্যস্থলে যে সমস্ত অভিবাসীদের আটক করা হয় বা আটক করা হতে পারে তাদের জন্য ন্যায় বিচারের সুযোগ প্রদান করা স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে যোগ্যতা সম্পন্ন এবং স্বাধীন আইনজীবিদের দ্বারা আইনি পরামর্শ এবং সহয়তা প্রদান এবং আটক আদেশের নিয়মনীতি সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য প্রদান করা।

গ. এটা নিশ্চিত করা যে আটক সকল অভিবাসী তাদের আটক রাখার কারণগুলি সম্পর্কে অবগত আছেন এবং দেরি না করে তাদের কৌঁসুলি বা কূটনৈতিক মিশনগুলির সাথে এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে আন্তর্জাতিক আইনি অধিকার পাওয়ার সুবিধা প্রদান করার গ্যারান্টির দেওয়া।

উদ্দেশ্য-১৪ অভিবাসন চক্রে সুরক্ষা, সহয়তা ও সহযোগীতা বৃদ্ধি করা

ক. যেখানে রাষ্ট্রের সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে সেখানে প্রযুক্তিগত সহয়তার মাধ্যমে কাউন্সিলারের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহয়তা করা, কাউন্সিলার কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদান করা, কাউন্সিলিং সেবা প্রদানের ব্যাবস্থা করা এবং কাউন্সিলার সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন দিক দ্বিপাক্ষিক বা আঞ্চলিক চুক্তি করা।

খ. সুদূর প্রসারী এবং বাস্তবসম্মত অভিবাসন নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ সর্বত্তম অনুশীলন এবং বিদেশী নাগরিকদের সম্পর্কিত তথ্য আদান প্রদান করতে বৈশ্যিক এবং অঞ্চলিক ফোরামে কাউন্সিলার এবং অভিবাসন কর্মীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা।

গ. যেখানে মাইগ্রেশন সম্পর্কিত কার্যকর কাউন্সিলার সেবা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির আগ্রহ রয়েছে কিন্তু কূটনৈতিক বা কাউন্সিলারের উপস্থিতি নেই সে সব কাউন্সিলার সহয়তার আঞ্চলিক ও দ্বিপক্ষীয় চুক্তিগুলি শেষ করা উচিৎ।

উদ্দেশ্য-১৫ অভিবাসীদের মৌলিক সেবা সমূহে প্রবেশ্যতা প্রদান করা

ক. অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও অনিয়মিত অভিবাসীদের ঝুঁকি প্রশমন করতে সমঝোতার মাধ্যমে মৌলিক সেবা, গোপনীয়তার অধিকার, মানবাধিকার ও স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক পরিষেবাগুলি পেতে পরিষেবা প্রদানকারী এবং অভিবাসন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

খ. অভিবাসীরা যেন সহজেই যেতে পারে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সবার কাছে পরিচিত এমন স্থানে সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা যা জেন্ডার এবং প্রতিবন্ধী বান্ধব সেইসাথে শিশু সংবেদনশীল তথ্য প্রদান করে। উক্ত সেবা কেন্দ্র হতে সকলের তথ্য গ্রহনের অধিকার রয়েছে।

গ. অভিবাসীদের নিয়ম অনুযায়ী যে সব প্রাথমিক পরিষেবাগুলি পাওয়ার কথা তা পেতে যে সব অনিয়ম ও অভিযোগ পাওয়া যায় তার তদন্ত ও নিরীক্ষণ করতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যেমন জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান।

উদ্দেশ্য-১৬ সামাজিক সংহতি ও সমাজে পূর্ন অর্ন্তভূক্তি উপলব্ধি করতে অভিবাসী ও সমাজকে ক্ষমতায়িত করা

ক. আমারা সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাড়াব। সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব বৈচিত্রতাকে সাদরে গ্রহণ করব এবং অভিবাসীদেরকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দেব।

খ. দুর্ভিক্ষের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করব। দায়িত্ব পালন, মৌলিক ভাষা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আমরা সামাজিক আচার আচরণ, সংস্কৃতি ও রীতি নিতির সাথে পরিচিত হব।

গ. স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সরকারী নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে অভিবাসী, শ্রমবাজার, পরিবারিক উন্নয়ন, শিক্ষা, অসমতা ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

উদ্দেশ্য-১৭ অভিবাসীদের সুরক্ষার জন্য সকল ধরণের বৈষম্য দুর করতে হবে এবং প্রমান ভিত্তিক বক্তব্য প্রচার করতে হবে

ক. গনমাধ্যমের স্বাধীন এবং গুণগত প্রতিবেদন প্রচার করতে ইন্টারনেট ভিত্তিক এবং অভিবাসন সংক্রান্ত বিষয় ভিত্তিক তথ্য গণমাধ্যম পেশাদারদের জানান। বিজ্ঞাপন এবং নৈতিক প্রতিবেদন গুলিতে বিনিয়োগ করা এবং পাবলিক তহবিলে বরাদ্দ বন্ধ করা অথবা মিডিয়াকে সরঞ্জমাদি সহয়তা প্রদান করা যেন তারা অভিবাসীদের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ যেমন অসহিষ্ণুতা, বিদেশাতঙ্ক, বর্ণবাদ প্রভৃতি বিষয়গুলি স্বাধীনভাবে প্রচার করে।

খ. সরকারী কর্তৃপক্ষদের দ্বারা অভিবাসীদের জাতিগত, নৈতিক এবং ধর্মীয় প্রোফাইল সনাক্ত করার পদ্ধতি বের করা। জাতীয় মানবাধিকার সংস্থার সহয়তায় অসহিষ্ণুতা, বিদেশাতঙ্ক, বর্ণবাদ সহ অন্যান্য বৈষম্যগুলির ধরণ বিশ্লেষন করা এবং কার্যকরভাবে অভিযোগগুলো প্রতিকার করা।

গ. নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত অভিবাসনের ইতিবাচক দিকগুলি সম্পর্কিত প্রমাণ ভিত্তিক তথ্য স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা । বর্নবাদ, বিদেশাতঙ্ক এবং সমস্ত অভিবাসীদের সম্পর্কে অপপ্রচার বন্ধ করা।

উদ্দেশ্য-১৮ দক্ষতা উন্নয়নে বিনয়োগ করা এবং পারস্পরিক দক্ষতা, যোগ্যতা ও উপযোগীতার উন্নয়ন সহজতর করা

ক. বিদ্যমান ভাল কাজ ও মডেলগুলির উপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাপী সামঞ্জস্য বজায় রাখার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শিল্পের সহযোগিতায় বৈদেশিক যোগ্যতাগুলির পারস্পরিক স্বীকৃতি এবং বিভিন্ন বিষয়ে অ-আনুষ্ঠানিকভাবে অর্জিত দক্ষতার আদর্শ মানদন্ড ও নির্দেশিকা তৈরি করা।

খ. দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক বা বহুপাক্ষিক পারস্পরিক স্বীকৃতির চুক্তিগুলি শেষ করা এবং অন্যান্য চুক্তিতে শ্রম গতিশীলতা অথবা বানিজ্য চুক্তি অর্ন্তভূক্ত করার সুযোগ রাখা যাতে জাতীয় সিস্টেমগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বা তুলনা করা যায় যেমন স্বয়ংক্রিয় বা পারস্পরিক স্বীকৃতি পদ্ধতি।

গ. প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ডিজিটাল করণের মাধ্যমে আরও ব্যাপকভাবে প্রমাণাদির মাধ্যমে এবং পারস্পরিক দক্ষতা সনাক্তকরণের পাশাপাশি অ-আনুষ্ঠানিকভাবে অর্জিত দক্ষতা এবং পেশাদারী অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা।

উদ্দেশ্য-১৯ সব দেশের অভিবাসীদের জন্য টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখার পরিবেশ তৈরি করতে হবে

ক. টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অভিবাসনের ইতিবাচক প্রভাব ও সুবিধা বজায় রাখার জন্য ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ও আদ্দিস আবাবা এ্যাকশন এজেন্ডার পূর্নাঙ্গ ও কার্যকরী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

খ. আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় এবং খাতভিত্তিক নীতিমালায় অভিবাসনকে অন্তর্ভূক্ত করা। উন্নয়ন সহযোগিতার নীতিগত দৃঢ়তা এবং কার্যকারিতাকে শক্তিশালী করার জন্য অভিবাসনকে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত করতে বিদ্যমান নীতিমালা এবং সুপারিশ যেমন জিএমজি হ্যান্ড বুককে বিবেচনায় রাখা।

গ. বাস্তব নীতিমালার উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক নীতি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমের মত অ-আর্থিক অবদানগুলি যেমন জ্ঞান এবং দক্ষতার স্থানান্তর, সামাজিক ও নাগরিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতির বিনিময়ের গবেষনায় বিনিয়োগ করা।

উদ্দেশ্য-২০ অভিবাসীদের অর্থনৈতিক কাজে অর্ন্তভূক্ত করা এবং দ্রুত ও নিরাপদ সাশ্রয়ী ব্যয়ে অর্থ পাঠানোর ব্যবস্থা করা

ক. ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে অভিবাসীদের বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর খরচ ৩ শতাংশেরও কমে আনতে হবে এবং যেখানে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর খরচ ৫ শতাংশের বেশী সেখানে রেমিটেন্স করিডর পরিহার করতে হবে।

খ. অবহেলিত জনগোষ্ঠী যেমন গ্রামাঞ্চলে স্বল্প শিক্ষিত এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জেন্ডার প্রতিক্রিয়াশীল বিতরণ মাধ্যমগুলি উন্মুক্ত করতে হবে। রেমিটেন্স ট্রান্সফারের জন্য খরচ কমাতে, গতি বাড়াতে, নিরপত্তা বাড়াতে, নিয়মিত চ্যানেলের মাধ্যমে স্থানান্তর বৃদ্ধি করতে প্রযুক্তিগত সমাধান যেমন মোবাইলের মাধ্যমে পরিশোধ, বা ই-ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

গ. প্রোভাইডার এবং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিটেন্স ট্রান্সফারের খরচ সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য প্রদান করা যেমন: ওয়েবসাইট। স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগীতা বৃদ্ধির জন্য রেমিটেন্স ট্রান্সফার মার্কেট সম্পর্কে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভিবাসীদের এবং তাদের পরিবারের আর্থিক ব্যাবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা।

উদ্দেশ্য-২১ নিরাপদ ও মর্যাদার সহিত প্রত্যাবর্তনে সহয়তা করা এবং স্বস্থানে স্থায়ী হতে সহায়তা করা

ক. দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার কাঠামো তৈরি এবং চুক্তিগুলি বাস্তবায়ন করা। প্রত্যাবর্তন চুক্তি সহ অভিবাসীদের স্বস্ব দেশে নিরাপদ ও মর্যাদার সহিত প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা। শিশু অধিকারসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে সম্মতি রেখে

পারস্পরিক সম্মতিমূলক স্বতন্ত্র মূল্যায়ন এবং আইনি পদ্ধতিগুলি নির্ধারণ করা যা প্রক্রিয়াগত সুরক্ষা বজায় রাখে এবং টেকসই পুনঃ নির্মানের নিশ্চয়তা প্রদান করে ।

খ. আগত ও গন্তব্য দেশগুলির কাউন্সিলার কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক চুক্তি সম্পাদন করা। ফেরত আসা অভিবাসীদের ভ্রমণ নথি এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে পর্যাপ্ত কাউন্সিলিং এর সহয়তা প্রদান করা।

গ. অন্য রাষ্ট্রে বসবাসের বৈধ অধিকার নেই এমন অভিবাসীদের আগমন এবং গন্তব্য দেশগুলির মধ্যে দ্রুত এবং কার্যকরী সহযোগিতা ও স্বতন্ত্র মূল্যায়নের মাধ্যমে নিরাপদ ও সম্মানের সহিত প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে উপযুক্ত সকল আইনী প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করা।

উদ্দেশ্য ২২ সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার ও অর্জিত সুযোগ সুবিধা ভোগের কৌশল উদ্ভাবন

ক. আই এল ও এর প্রস্তাবনা ২০২ এর সাথে সংগতি রেখে নাগরিক ও অভিবাসীদের জন্য অবৈষম্যমূলক জাতীয় সামজিক সুরক্ষা ব্যবস্থ্যা প্রতিষ্ঠা করা।

খ. পারস্পরিক, দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক বা বহুপাক্ষিক সামাজিক নিরাপত্তা চুক্তিগুলি দীর্ঘ্যমেয়াদি ও অস্থায়ী শ্রমিক অভিবাসীদের জন্য সমস্ত দক্ষতার মাত্রাগুলোতে অভিবাসী কর্মীদের জন্য অর্জিত সুবিধার সুসঙ্গতা নিরুপন করে, সংশ্লিষ্ঠ রাষ্ট্রের প্রযোজ্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা যেমন পেনশন, স্বাস্থ্য সেবা বা অন্যান্য অর্জিত সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

গ. জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোতে অর্জিত সুবিধাগুলি পাওয়ার সুযোগ রাখা, কোন দেশের নাগরিক তা চিহ্নিত করা, আভিবাসীদের তথ্য অনুসারে তাদের ঠিকানা নির্ধারণ করা। মহিলা এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষা পেতে যে সব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় তা চিহ্নিত করা। অভিবাসী শ্রমিকদরে নিজের দেশে পরিবারকে সহয়তার জন্য অভিবাসী কল্যাণ ফান্ড গঠন করা।

উদ্দেশ্য-২৩ নিরাপদ, সুবিন্যস্ত এবং নিয়মিত অভিবাসনের জন্য অন্তর্জাতিক সহযোগীতা এবং বৈশ্যিক অংশিদারত্ব শক্তিশালীকরণ

ক. অন্য রাষ্ট্রগুলোর আর্থিক ও কারিগরি সহয়তায় আমরা সার্বিক ভাবে গ্লোবাল কমপ্যাক্ট বাস্তবায়ন করতে সক্ষম যা একটি সরকারের সমগ্র সমাজ পদ্ধতি, জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং জাতীয় অগ্রাধিকারের সহিত সংগতিপূর্ন ।

খ. যে সব অঞ্চলে দারিদ্র, বেকারত্ব, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ, বৈষম্য, দুর্নীতি, দুর্বল শাষন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাঠামোগত কারণে অনিয়মিত অভিবাসন হয় সেসব অঞ্চলে যথাযথ সহযোগিতার কাঠামো, উদ্ভাবনী অংশিদারিত্ব এবং সকল প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে জাতীয় মালিকানা ও অংশিদারিত্বের মাধ্যমে ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

গ. গ্লোবাল কমপ্যাক্টের কার্যকরী বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহায়তার জন্য স্থানীয় কর্তপক্ষকে যুক্ত করা। তাদের সহয়তার সুযোগ এবং চাহিদা নিরুপন করা। অভিবাসন প্রক্রিয়ার পরিকল্পনায় তাদের উন্নয়ন কৌশল ও অধিকার সংরক্ষণ করা। সরকার ও নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীতার কার্যকারিতা ও প্রভাবকে আরও বড় করে তোলা।

কোস্ট ট্রাস্ট
www.coastbd.net